

জাত পরিচিতি

বি ধান১০৮ বাসমতি টাইপের প্রিমিয়াম কোয়ালিটি সম্পন্ন একটি সুগন্ধী বোরো মৌসুমের একটি জাত। জাতটির কৌলিক সারি বিআর ৮৮৬২-২৯-১-৫-১-৩। উক্ত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট (বি.)'তে ২০০৭ সালে আইআর ৭৪০৫২-২১৭-৩-৩ এর সাথে বিআর ৭১৫০-১১-৭-৪-২-১৬ এর সংকরায়ণ করে এবং পরবর্তীতে বংশানুক্রম সিলেকশন (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উত্তীর্ণ হয়। বি গাজীপুরের গবেষণা মাঠে বি ধান১০৮ এর হোমোজাইগাস কৌলিক সারিটি নির্বাচন করা হয় এবং পরবর্তীতে নির্বাচিত হোমোজাইগাস কৌলিক সারিটি ০৫ বৎসর ফলন পরীক্ষার পর ২০১৯ সালে বি'র আধুনিক কার্যালয় সমূহের গবেষণা মাঠে ও ২০২০ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। অতঃপর ২০২১ সালে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক স্থাপিত প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষায় (পিভিটি) সম্মত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডের মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশের পর জাত হিসাবে ছাড়করণের জন্য আবেদন করা হয়। অতঃপর ২৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৮তম সভায় এ জাতটি সুগন্ধী প্রিমিয়াম কোয়ালিটির বোরো মওসুমের উচ্চ ফলনশীল জাত বি ধান১০৮ হিসাবে দেশজুড়ে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা এবং পাতার রং সবুজ।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯২ সে.মি।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২১.৫ গ্রাম।
- ধানের দানার রং খড়ের মতো।
- চাল লম্বা চিকন, বাসমতি টাইপের এবং রং সাদা।
- এটি একটি সুগন্ধী ধানের জাত (GCMS পদ্ধতিতে পরিমাপকৃত Volatile aromatic compound এর ২.১২ ppm)।
- চালে অ্যামাইলোজ এর পরিমাণ ২৯.২% এবং ভাত বারবারে।
- চালে প্রোটিন এর পরিমাণ ৮.৯%।



বি ধান১০৮

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

বি ধান১০৮ এর জীবনকাল বি ধান৫০ এর প্রায় সমান। এ ধানের গুণগত মান ভাল অর্থাৎ চালের আকৃতি লম্বা চিকন (৭.৫ মি.মি.)। প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষায় বি ধান১০৮ এর ফলন দেশের দশটি অঞ্চলে বি ধান৫০ এর চেয়ে প্রায় ১১.৩৩% বেশী পাওয়া গেছে এর মধ্যে শীর্ষ ছয় স্থানে এটি বি ধান৫০ এর চেয়ে ১৭.৯৪% বেশি ফলন দিয়েছে। এ জাতটি বাসমতি টাইপের বি'র একমাত্র সুগন্ধী ধানের জাত। এ জাতের হেষ্টেরে গড় ফলন ৭.২৯ টন। উপযুক্ত পরিবেশে সঠিক ব্যবস্থাপনা করলে এ জাতটি হেষ্টেরে ৮.৭১ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

জীবনকাল: জাতটির গড় জীবনকাল ১৪-১৮ দিন।

ফলন: বি ধান১০৮ এর গড় ফলন ৭.৩ টন/হেক্টর। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল পরিবেশে হেষ্টেও প্রতি ৮.৭ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

চাষাবাদ পদ্ধতি

বি ধান১০৮ বোরো মৌসুমে দেশের প্রায় সব জেলায় চাষাবাদ উপযোগী। এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী বোরো জাতের মতোই।

১. **বীজ তলায় বীজ বগন:** ০১-২০ অগ্রাহায়ণ পর্যন্ত অর্থাৎ (১৫ নভেম্বর থেকে ০৪ ডিসেম্বর)।

২. **চারার বয়স:** ৩৫-৪০ দিন।

৩. **রোপণ দুরত্ব:** ২০ সে.মি × ১৫ সে.মি

৪. **চারার সংখ্যা:** গোছা প্রতি ২-৩টি।

৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

৫.১ ইউরিয়া টিএসপি/ডিএপি এমওপি জিপসাম জিংক

৪০	১৩	২২	১৫	১.৫
----	----	----	----	-----

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় তিনি কিন্তি ইউরিয়া সারের প্রথম কিন্তি, সবটুকু টিএসপি, এমপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট সার প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সারের ২য় কিন্তি রোপনের ২০-২৫ দিন পর অর্থাৎ গোছায় কুশি দেখা দিলে এবং ত্যাগ কিন্তি রোপনের ৪৫-৫০ দিন পর অর্থাৎ কাইচেড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে। জিংকের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিংক সালফেট এবং সালফারের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিপসাম ইউরিয়ার মত উপরি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আরো তথ্যের জন্য :

পরিচালক (গবেষণা), বি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd

ফ্যাট শীট- বি ধান১০৮



৬. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন:** ব্রি ধান১০৮ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। এ জাতটি ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগ প্রতিরোধী, তবে অন্যান্য রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করা উচিত।
৭. **আগাছা দমন:** রোপণের পর অন্তত ৪০-৫০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।
৮. **সেচ ব্যবস্থাপনা:** রোপণের পর থেকে দুধ আসা পর্যায় পর্যন্ত জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে রস থাকা প্রয়োজন। এ সময় খরা দেখা দিলে সম্পূরক সেচ দিতে হবে।
৯. **ফসল কাটা:** ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ০১ - ১৫ বৈশাখ (১৫ - ৩০ এপ্রিল)। শীঘ্ৰের শতকরা ৮০ ভাগ ধান পরিপন্থ এবং অবশিষ্ট ২০ ভাগ ধান অর্ধ-স্বচ্ছ এবং অর্ধ-পরিপন্থ হলে দেরী না করে ধান কেটে ফেলা উচিত।

**বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট (বি),
ফ্যাট শীটঃ বোরো ধানের জাত**



আরো তথ্যের জন্য :

পরিচালক (গবেষণা), বি। ই-মেইলঃ dr@brrri.gov.bd

ফ্যাট শীট- ব্রি ধান১০৮